গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
এনডিআরসিসি
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ পরিস্থিতির বিবরণ।

তারিখঃ ১৬ আগষ্ট, ২০১১খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১১.৩০টা

ক) আবহাওয়া পরিস্থিতি

উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্কতা সংকেত নেই।

খ) নদ-নদীর অবস্থা

মোট পয়েন্টের সংখ্যাঃ	**৭৩টি**	স্থিতিশীল রয়েছেঃ	৩টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছেঃ	৩২টি	রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই	১
পানি হ্রাস পেয়েছেঃ	৩৭টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ	১১টি

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পয়েন্টের নাম	নদীর নাম	নদীর অবস্থা	মন্তব্য
১	গাজীপুর	টংগী	টংগীখাল	১০ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
২	মন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকুল	পদ্মা	৪ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	কমেছে
৩	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৭ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
৪	মাদারীপুর	আড়িয়ালখাঁ	আড়িয়ালখাঁ	১৮ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	কমেছে
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	কোডাক	৮১ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
৬	শেরপুর	নকুয়াগাঁও	ভোগাই	২৩০ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
৭	নেত্রকোনা	জারিয়াজাঞ্জাইল	কংশ	৮ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
৮	নেত্রকোনা	লড়েরগড়	যদুকাটা	২২ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
৯	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	সুরমা	১৪ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
১০	ফরিদপুর	কামারখালী	গড়াই	৬ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে
১১	নেত্রকোনা	দূর্গাপুর	সুমেশ্বরী	৭০ সেমি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।	বেড়েছে

গ) সম্প্রতি মৌসুমী বায়ুর প্রবাহের আধিক্যের কারণে সারাদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে দেশের কোন কোন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কয়েকটি জেলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থাঃ

১। সাতক্ষীরাঃ

গত কয়েক দিনের অতি বৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সাতক্ষীরা জেলার ৬টি উপজেলার ৬৬ টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার মোট ১০১৭.৬৫ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এ সব এলাকার ১,৯৫,৪৩৫ টি পরিবারের ৮,০৪,২৪৪ জন লোক কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও ২১,১৬০ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ এবং ২০,৯২৭ একর ফসল আংশিক, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ- ৩৩৩ কিমিঃ (পাকা-১৪৪ কিমি, কাঁচা-১৮৯ কিমিঃ), ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা আংশিক-১০১৩ কিমিঃ (পাকা-২৮০ কিঃমিঃ, কাঁচা-৭৩৩ কিঃমিঃ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ -৩০ আংশিক-৫০১টি, বাঁধ সম্পূর্ণ ৫.০৮ কিমিঃ আংশিক ৬২ কিমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২৮৪টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ২২,৫৭৮টি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে জিআর ক্যাশ ২,৯০,০০০/-টাকা, জিআর চাউল ৩০৫ মেঃটন এবং ৫০০ টি ত্রিপল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতির দিকে।

ক্ষতিগ্রস্থ ও পানিবন্ধি লোকদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে ২০০ মেঃ টন জিআর চাল,২,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ, ২৫০ পিস প্লাষ্টিক শীট ও ২৫০ পিস ব্লু শীট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২। যশোর

অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে যশোর জেলার কেশবপুর, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা উপজেলার নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এতে কেশবপুর উপজেলার ২৩০০টি পরিবার, মনিরামপুর উপজেলায় ৫০০টি পরিবার ও ঝিকরগাছা উপজেলায় ৭৪২৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেশবপুর উপজেলার সাগরদাড়ী, বিদ্যানন্দকাঠি ও কেশবপুর ইউনিয়নের ২৫৯টি পরিবারের বসতবাড়ীতে পানি উঠায় ৪টি আশ্রয় কেন্দ্রে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ৩টি উপজেলায় ১৮ মেঃটন জিআর চাল, ১৫,০০০/- জিআর টাকা, ২০টি তারপলিন বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমানে জেলায় মজুদের পরিমানঃ জিআর চাল- ৫০ মেঃটন, জিআর ক্যাশ- ৫০,০০০/- টাকা এবং গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী- ৫৫,০০০/- টাকা। চাহিদাঃ জিআর চাল- ১০০ মেঃটন, জিআর ক্যাশ - ২,০০,০০০/- টাকা ও গৃহ বাবদ মঞ্জুরী- ২,০০,০০০/-টাকা।

৩। কুষ্টিয়া

অতিবর্ষণ ও পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার দৌলতপুর উপজেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়ন প্লাবিত হয়। জেলা প্রশাসনে কর্মরত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে দিয়ে বন্যা কবলিত ইউনিয়ন ২টি পরিদর্শন কারানো হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের সাময়িক খাদ্য সহায়তা হিসেবে তাৎক্ষানিকভাবে জেলা প্রশাসন হতে ১৬.০০ মেঃটন জিআর চাল, ১০০পিস শাড়ী, ১০০ পিস লুংগি ও জিআর ক্যাশ হিসেবে ৫০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৪। বান্দরবন

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, বান্দরবান জানান, বন্যার পানি নেমে যাওয়ায় বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আশ্রয় কেন্দ্র থেকে লোকজন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে।

৫। চট্রগ্রামঃ

গত কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার বাঁশখালী উপজেলার ৩,৩৭০টি পরিবার এবং২৪৫ টি ঘরবাড়ি, সাতকানিয়া উপজেলায় ৮৫০টি পরিবার, চন্দনাইশ উপজেলায় ৮০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও মিরসরাই উপজেলায় ২,৫০০ হেক্টর আউশ/আমন বীজতলা নিমজ্জিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের মধ্যে ৩৭.৮০০ মেঃটন জিআর চাল ও ১,২২,৫০০/-টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬। কক্সবাজারঃ

কক্সবাজার জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী লোকজন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

৭। সিরাজগঞ্জঃ

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী তীরবর্তী ৫টি উপজেলা ও কিছু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। বর্তমানে নদীর পানি কমে যাওয়ায় প্লাবিত এলাকার পানি নেমে গেছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কাজীপুর উপজেলায় ৩৪৯ টি পরিবার নদীভাংগনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যা ও নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৪২.৮৯ মেঃটন জিআর চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৮। পাবনাঃ

অতিবর্ষণের কারণে ঈশ্বরদী উপজেলায় ১০১ টি বাড়ি ভেঙ্গে গেছে। জেলা প্রশাসন থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ২ মেঃটন চাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৯। রাজবাড়ীঃ

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে জেলার ৫টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভার ৩,০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং প্রায় ২০,০০০ ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৩,৮৮৬ হেক্টর জমির ফসল নিমজ্জিত হয়। বর্তমানে জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। বন্যা মোকাবেলার জন্য সকল প্রকার আগাম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। শেরপুর

আজ (১৬/৮/১১) সকাল ৭.৩০ টায় শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদের পার্শ্ববর্তী নদীর বাঁধ ৩টি জায়গায় ভেঙ্গে যায়। ফলে উপজেলা অফিস ক্যাম্পাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানি প্রবেশ করেছে। তবে নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

উত্তর বঙ্গের লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা যায় যে, ঐ সব জেলাতে বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে না।

** **শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলা বাঁধ ভাঙ্গানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত।**

(মোঃ মুনীর চৌধুরী)
উপ-সচিব (ত্রাক)
ফোনঃ ৭১৬২১৪৫

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।
৩। যুগ্ম-সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।
৪। উপ-সচিব (ত্রাক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।
৬। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ।